বার্ষিক প্রতিবেদন

সারা যাকের
ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২৭তম বর্ষে পদার্পণ করলো। এই দীর্ঘ যাত্রায় সাথে ছিলেন আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং দেশের জনগণ। তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের গর্বের প্রতিষ্ঠান– মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাদুঘরের সূচনাকাল থেকে ক্রমান্বয়ে এর কার্যক্রম নানামাত্রায় বিকশিত হয়েছে এবং জাদুঘরটি তার কর্মযজ্ঞ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। এই অর্জন বজায় রাখা এবং তা আরও বৃদ্ধির জন্য সকলের সহায়তা প্রয়োজন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা সুনির্দিষ্ট ধারার রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলাম। ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। আজ বাহান্ন বছর পর, দেশ ও বিশ্ব বদলে গেলেও এই ধারণাগুলো আজও সকল আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য সর্বজনীন। আমরা চিন্তিত যে, দেশে অভূতপূর্ব অগ্রগতির পাশাপাশি ধর্মবিদ্বেষ ও লোভের কারণে সামাজিক অবক্ষয় বিস্তার লাভ করেছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একাত্তরের কাম্যরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সামাজিক অবক্ষয় রোধের লড়াই চালিয়ে যেতেও সকলকে পাশে থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে। সরকার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিকাশের জন্য প্রতি জেলায় সাহিত্য সম্মিলনের আয়োজন শুরু করলেও সাহিত্য-সংগীত, নৃত্য-মঞ্চাভিনয়ের বিরোধিতা গোপনে এবং প্রকাশ্যে সক্রিয়। ভিন্নমতে সহনশীলতা হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির আবহমান শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থেকে। পরিস্থিতি বিরূপ হলেও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ পালনের রেশ এখনও বিরাজমান। সেই সাথে আমরা সকলের সহযোগিতায় ওই সব বাধা অতিক্রমের ধারা বজায় রেখেছি এবং রাখবো বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সূচনাকাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর সাথে আছেন। প্রধানমন্ত্রীর এমন আন্তরিকতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি জাদুঘর পরিচালনার উদ্দেশে নিয়মিত আয়ের জন্য একটি এককালীন অনুদান দিয়েছেন কিন্তু ভবিষ্যতে জাদুঘর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে তেমন একটি বড় স্থায়ী তহবিল গড়ে তোলা জরুরি। কিন্তু দূর ভবিষ্যতে জাদুঘরের পরিচালনা ব্যয় নির্বিঘ্ন করতে ট্রাস্টি এবং কর্মীবৃন্দের সে চ্যালিঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের দৃষ্টি এখন ভবিষ্যৎ জাদুঘর পরিচালনার দিকে। জাদুঘরের আটজন ট্রাস্টির মধ্যে রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী এবং আলী যাকের প্রয়াত হয়েছেন। বাকিরাও দেশের বর্ষীয়ান নাগরিক ফলে খুব দ্রুত জাদুঘরের একটি স্থায়ী তহবিল গঠন দরকার। জাদুঘরের কোনো ঋণ নেই কিন্তু তহবিল গড়ে তুলতে সবার কাছে সহায়তার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ বিশ্বকে অর্থনৈতিক মন্দার দিকে নিয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকার সফলভাবে এর মোকাবিলা করতে পারলেও জনজীবনে কিছুটা আঁচ লাগা স্বাভাবিক। ফলে সরাসরি বিশ্বপরিস্থিতির প্রভাব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন না ঘটালেও উৎকণ্ঠা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু আমরা আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে, গত এক বছরে জাদুঘরে রেকর্ড পরিমাণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরেছি আমরা। গতবছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের পর আজ পর্যন্ত ১২৬টি অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন করেছে জাদুঘর।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের পর এর কার্যক্রম নিয়মিত প্রসারিত হওয়ায় জাতি গঠনে তথ্য-উপাত্ত সকলের জন্য উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাদুঘরের চারটি গ্যালারিতে উপস্থাপিত হয়েছে আবহমান বাঙালির আপসহীন সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। জাদুঘরের প্রাণ এই গ্যালারিসমূহ। সকলকে তা প্রত্যক্ষ করার পুন আহ্বান জানাই। জাদুঘরের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ঘিরে। তাই আশা করব, নতুন প্রজন্ম গ্যালারি প্রত্যক্ষ করে একটি যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পাঠ গ্রহণ করবে। জাদুঘরে সংযুক্ত আছে একটি গবেষণাগার। আগ্রহী যে কেউ তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে

গবেষণায় মনোনিবেশ করতে পারেন। একটি বড় গ্রন্থাগার ছাড়াও জাদুঘরে আছে দুটি সেমিনার কক্ষ এবং নানা ধরনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য একটি আধুনিক মিলনায়তন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত যে কোনো প্রকাশনা সংগ্রহ অব্যাহত থাকবে গ্রন্থাগারের জন্য।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানান কর্মকাণ্ডের অন্যতম 'ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' কার্যক্রম। সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী কর্মসূচি করোনাকালের পর নতুন উদ্যোমে শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে আশার কথা হচ্ছে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা করোনাকালে যথেষ্ঠ পাঠাতে না পারলেও সম্প্রতি প্রচুর পারিমাণে মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য পাঠাতে শুরু করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা সংগৃহীত ৫২ হাজারেরও বেশি প্রত্যক্ষদর্শী ভাষ্য জাদুঘরের আর্কাইভে জমা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ এই উপাদান এবং উপকরণ সংগ্রহের জন্য আমরা আনন্দিত। গবেষকবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের এই বিশাল মৌখিক ভাষ্য থেকে গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তথ্য যাচাইয়ের কাজেও এই ভাণ্ডারটি অবদান রাখবে বলে বিশ্বাস করি। বিগত বছরে আমরা ৯টি জেলার ১২৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি পরিচালিত করেছি। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা পাঠিয়েছে ১৮৪২টি ভাষ্য।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে 'সেন্টার ফর দি স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)।' বিশ্বজুড়ে সংঘটিত গণহত্যার কারণ অনুসন্ধান, তার প্রতিকার ও পুনর্বাসন বিষয়ে গভীরভাবে কাজ করার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেন্টার। ২০২২ সালের শুরুতে একাত্তরে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্রের লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন এবং জেনোসাইড ওয়াচ। এর পর একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহ্বান জানিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুইজন কংগ্রেসম্যান স্টিভ শ্যাবট এবং রো খান্নার হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এ একটি আইন প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস কর্মকাণ্ডকে মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য এ আইন পেশ করা হয়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ (ICOM)-এর আন্তর্জাতিক কমিটি International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes (ICMEMO)-র বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। ১১ সদস্য বিশিষ্ট এই বোর্ডের সভাপতি ওয়াশিংটন হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের কনজারভেটর জেন ক্লিনগার। আগামী তিন বছর বোর্ড গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী অপরাধের স্মৃতিবহ বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরের মধ্যে সংহতি প্রসারে কাজ করবে। আমরা আশা করি, এশিয় অঞ্চলে এই উদ্যোগের অন্যতম কেন্দ্র হবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এমন অর্জনের জন্য সিএসজিজে কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং আরও স্বীকৃতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে। সিএসজিজে-তে কাজ করছে একদল নিবেদিত ও উচ্ছল স্বেচ্ছাসেবী যারা নিজেরাও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গণহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার-ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করছে।

রিচআউট কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত ৬৪ জেলায় ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের প্রদর্শনীতে ১৪,২৪,৪৪১ ছাত্রছাত্রী এবং প্রায় ১০,৮১,৫৫১ সাধারণ দর্শকও অংশ নিয়েছেন। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কার্যক্রমের জন্য নতুন প্রজন্ম সাম্প্রদায়িক বিভ্রান্তি কাটিয়ে ক্রমান্বয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাবাদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। বর্তমান বছরে ঢাকা শহরের আউটরিচ কার্যক্রম বাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ঢাকা মহানগরীতে আউটরিচ কর্মসূচিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করে ৯৮৯টি প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩,০৮,৭০০ শিক্ষার্থী। গত বছর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, টাঙ্গাইল, সাতক্ষীরা, ফরিদপুর, নীলফামারী এবং মানিকগঞ্জ জেলার শিক্ষকদের নিয়ে দুটি নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলন করা সম্ভব হয়েছে। এই সম্মিলনে অংশগ্রহণ করেন প্রায় ১০০ জন শিক্ষক। উল্লেখ্য বিগত বছরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেছেন ১,০০,৬৫৮ জন দেশ-বিদেশের দর্শনার্থী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত মিরপুর জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করে ৮৮১৪৬ জন দর্শনার্থী।

জাদুঘরের নিজস্ব ভবন তৈরির পর কর্মকাণ্ড এবং জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়মিত জাদুঘর অংশগ্রহণ করছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, পল্লী-কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, ট্যাক্স একাডেমি এবং আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত জাদুঘর প্রদর্শনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি। ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রীয় অতিথি পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ দর্শনার্থীও আসেন প্রতিবছর। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সেনা এবং তাদের পবিরবারের সদস্যরাও জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মারক সংগ্রহ করছে। গত বছরের উল্লেখযোগ্য স্মারক সংগ্রহের মধ্যে আছে মুক্তিযুদ্ধকালীন আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৭১ সালে শরণার্থীদের শিরায় দেওয়া স্যালাইনের কাচের বোতল এবং পাকিস্তানি আমলের ১০০ টাকা। উল্লেখ্য, জামালপুরের বকশীগঞ্জ থানার গোপাল পালের পুত্র মহাদেব পালকে পাকিস্তানি দোসর নুরুল আমীন তুলে নিয়ে যায় এবং মুক্তিপন হিসেবে টাকা দাবি করে। পুত্রকে ছাড়িয়ে আনতে গোপাল পাল পাকিস্তানি ১০০ টাকা নিয়ে যাত্রা করে পথিমধ্যে জানতে পারেন তার পুত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। নিজের কাছে ৫০ বছর সেই টাকা গচ্ছিত রাখেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয়েছিল বিগত বছরে। এই আয়োজনে ২২ মার্চ ২০২২ স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান-এর মহাপরিচালক এবং অর্থনীতিবিদ বিনায়ক সেন। জাতীয় গণহত্যা দিবস স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয় ২৫ মার্চ ২০২২। অনলাইনে নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠিত হয় ১ বৈশাখ ১৪২৯, ১৪ এপ্রিল ২০২২। এছাড়া বছরজুড়ে পালিত হয় নানান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার এবং প্রদর্শনী। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে : 'Seminar on `Bangladesh Genocide in 1971' প্রধান অতিথি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ, ক, ম মোজ্জাম্মেল হক, সম্মানিত অতিথি ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জেনোসাইড ওয়াচের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর গ্রেগরি স্টানটন এবং জেনোসাইড স্কলার ড. হেলেন জার্ভিস, ২৫ মার্চ ২০২২; সকাল ৬টায় জাদুঘর এবং অভিযাত্রী দলের যৌথ উদ্যোগে শহিদ মিনার থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত অদম্য পদযাত্রা, ২৬ মার্চ; প্রয়াত তিন প্রতিষ্ঠাতা-ট্রাস্টি স্মারকগ্রন্থ 'সতত তোমাদের স্মরি' প্রকাশনা অনুষ্ঠান ও ভার্চুয়াল গ্যালারি উদ্বোধন, ১ এপ্রিল ২০২২; 'ইম্পোর্টেন্স অব সেকুলারিজম ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড', বক্তব্য প্রদান করেন 'লাইব্রেরিজ উইদাউট বর্ডাস'-এর সভাপতি ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্যাট্রিক ভেইল, ১৩ এপ্রিল ২০২২, 'মুক্তিযুদ্ধের বই প্রকাশ, নতুন প্রজন্মের প্রকাশকদের সৃজনশীল ভূমিকা' ১১ জুন ২০২২, বিশ্ব শরণার্থী দিবস, ২০ জুন ২০২১; জল্লাদখানা স্মৃতিপীঠের পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, ২১ জুন ২০২২; স্মারক প্রদান : কোলকাতার একাত্তরের সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত এবং তার স্ত্রী শর্বরী দাশ গুপ্তা; ৭ জুলাই ২০২২; মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্মরণানুষ্ঠান, ২৩ জুলাই ২০২২; বজলুর রহমান স্মৃতিপদক ২০২১, ২৯ জুলাই ২০২২; জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৭তম শাহাদাৎ-বার্ষিকী শ্রদ্ধার্ঘ্য আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, 'তরুণদের দৃষ্টিতে বঙ্গবন্ধু' ১৯ আগস্ট ২০২২; 11th Certificate Course on Genocide and Justice; ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২; ১৯৭১ : গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর-এর সঙ্গে 'গৌরবের ইতিহাস পথ দেখাবে আগামীর' শীর্ষক অনুষ্ঠান, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২; বিশ্ব অহিংসা দিবস, ১ অক্টোবর ২০২২; গবেষণা পদ্ধতি কোর্স , ১৪ অক্টোবর ২০২২; মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপঞ্জি (তৃতীয় সংস্করণ) মোড়ক উন্মোচন এবং দ্বিতীয় গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ, ২ ডিসেম্বর ২০২২; 'আন্তর্জাতিক গণহত্যা ও প্রতিরোধ দিবস, ৯ ডিসেম্বর ২০২২; আলোকচিত্র-সাংবাদিক অভিজিৎ দাশগুপ্ত ধারণকৃত দুর্লভ ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন, 'মুক্তিযুদ্ধের চিত্রলিপি', ১১ ডিসেম্বর ২০২২; বিজয় উৎসব-২০২২, ১৬ডিসেম্বর ২০২২; Anne De Henning-এর একাত্তরের ছবি প্রদর্শনী 'Memories of Bangladesh in war and peace' ১৭ ডিসেম্বর ২০২২; ৮ম উইন্টার স্কুল ২০২৩, ২১-২৮ জানুয়ারি ২০২৩; গণ-অভ্যুত্থান '৬৯ স্মরণানুষ্ঠান, ২৪ জানুয়ারি ২০২৩; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি; ২১তম মুক্তির উৎসব, ৩ মার্চ; বঙ্গবন্ধু শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ৭ মার্চ ২০২৩ ইত্যাদি। জাদুঘরের নিয়মিত প্রকাশনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরবার্তা প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে এবং সকলকে তা পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে অনলাইনে। অনেক দর্শনার্থী গ্যালারি, জল্লাদখানা এবং আমাদের ওয়েবসাইট নিয়ে মতামত দিয়েছেন। সেগুলো আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি। আপনাদের যে কোনো মতামতকে স্বাগত জানাই।

ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ প্রদান অব্যাহত আছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এসে দ্রুততম সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা তা সংগ্রহ করতে পারছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কাজটি ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সহজভাবে করে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। সরকার বীরাঙ্গনাদের মুক্তিযোদ্ধা-সনদ এবং ভাতা প্রদানের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। আমাদের গর্বের বিষয় যে, প্রকৃত বীরাঙ্গনাদের খুঁজে বের করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

বিভিন্ন প্রয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে কাজ করে নিবেদিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ। জাদুঘরের সাথে তাদের সম্পর্ক যেমন আন্তরিক তেমনি সমাজের প্রতিও তারা দায়বদ্ধ। জাদুঘরের স্বেচ্ছাকর্মী হিসেবে যোগদানের জন্য আমি নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানাই।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় জাদুঘরের শিক্ষাকর্মসূচির কাজ এগিয়ে চলেছে। বর্তমান বছরে রিচআউট কর্মসূচিতে দেশজুড়ে আমাদের ১,০০,০০০ শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। আমাদের কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা আন্তরিকভাবে এই অর্জনের অংশী। আউটরিচ এবং অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা যথা প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, নেটওয়ার্ক শিক্ষকসম্মিলন, প্রকাশনা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিও অর্জিত হবে। জাদুঘরের নিজস্ব তহবিল, বিশেষ করে সরকারি অনুদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের সহায়ক। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাছে ঋণ স্বীকার করি এবং তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। গত অর্থ বছরে আমাদের আয় ছিল ৮,৭৯,৭৩,৯০৬.০০ টাকা এবং ব্যয় ৬,২৪,৯৭,৯৫৭.০০ টাকা। উদ্বৃত্ত ২,৫৪,৭৫,৯৪৯.০০ টাকা।

আপনাদের আবারও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। জয় বাংলা।